যুগান্তর

তারিখ 01 MAY 2014
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস হলেন সেই মন্মথ বাড়ৈ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সহকারী একান্ত সচিব (এপিএস) হিসেবে ফের নিয়োগ পেয়েছেন মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ। মন্ত্রীর পছন্দ ও সুপারিশ অনুযায়ী তাকে ওই পদে পদায়ন করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ৭ মে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ড. কাজী কামরুন নাহার স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী তার সহকারী একান্ত সচিব হিসেবে মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈকে নিয়োগ প্রদান করা হল। মন্ত্রী যতদিন মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈকে ওই পদে বহাল রাখার জন্য অভিপ্রায় পোষণ করবেন ততদিন এ নিয়োগ আদেশ কার্যকর থাকবে।

বিগত মহাজোট সরকারের ৫ বছরও নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। তখনও মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ মন্ত্রীর এপিএস ছিলেন।

মহাজোট সরকারে থাকাকালে নিজের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে বিতর্কিত হয়ে উঠেছিলেন মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ। এ সময়ে তার বিরুদ্ধে এখতিয়ারের বাইরে প্রকল্পের গাড়ি দখল থেকে শুরু করে নানা ধরনের অন্যায়ে জড়িয়ে পড়াসহ একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলে শিক্ষা খাত নিয়ন্ত্রণের অভিযোগ রয়েছে। তারই অনুসারী হিসেবে কর্মকর্তারা শিক্ষা ভবনসহ ঢাকার শিক্ষাসম্পর্কিত বিভিন্ন দফতরে পদায়ন পান এবং ওই সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও নানা ধরনের অভিযোগ রয়েছে। এক ঘটনায় সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির এক নেতা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সিন্ডিকেটের ব্যাপারে অভিযোগ করেও কোনো প্রতিকার পাননি। পরে ওই নেতা বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অভিযোগ করেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশে তখন অভিযোগ তদন্ত করতে বলা হয়। শুধু তাই নয়, ওই ঘটনা নিয়ে তখন উপদেষ্টা আর মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দূরত্বও তৈরি হয় বলে জানা গেছে। পরে অবশ্য মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি করা হলেও সেই কমিটি রহস্যজনক কারণে তদন্ত শেষ করেনি।

মহাজোট সরকারের শেষ দিকে বিরোধী ভোটের আন্দোলনে যখন সরকার নাকাল এবং মহাজোট ফের সরকারে ফিরবে কি ফিরবে না— এমন দোলাচল ছিল, তখন বাড়ৈ লম্বা ছুটিতে বিদেশ চলে যাওয়ার আবেদন করেছিলেন। এ নিয়ে তখন যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সংবাদ প্রকাশের পর তার ছুটি মেলেনি। তাকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে তখন বদলি করা হয়। সেই থেকে ঢাকা বোর্ডে তার পদায়ন থাকলেও মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর দফতরেই তাকে বসতে দেখা গেছে। অবশেষে সরকারের ৫ মাসের মাথায় মিলল বাড়ৈর পদায়নের আদেশ।